Sem2 G/GE

প্ৰ: রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

উঃ মার্ক্সবাদের  জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে তবে 1917 সালের রুশ বিপ্লবের পরে এটি সর্বপ্রথম ফলিত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মার্কসবাদের জনক হিসাবে আমরা কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস- এর নাম যুক্ত করি। এঁরা প্রায় পাঁচ দশকের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই মতবাদকে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে লেনিন এই মতবাদে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সংযোজিত করেন।
মার্কসের বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে-Economic and Philosophical Manuscripts(1844), Poverty of Philosophy(1847), The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte(1852) ইত্যাদি। এঙ্গেলস লিখেছেন- Dialection of Nature(1873), Anti-Duhring(1878), The Origin of Family, Private Property and the State(1884),প্রভৃতি।
মার্ক্স এবং এঙ্গেলস- এর যৌথ রচনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে-The Communist Manifesto(1848), The Holy Family(1845), German Ideology(1846)ইত্যাদি।
লেনিনের বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে নাম করা যায়-What is to be done(1902), One Step Forward Two Steps Back(1904), The State and Revolution(1917), The State(1919), The Two Tactics of Social Democracy(1905)  ইত্যাদি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে হেউড রাজনীতি চর্চার প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেন। মার্কসবাদ শব্দটি কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর ব্যবহৃত হয়েছে কার্ল মার্কস এবং তার সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের অনুসৃত তত্ত্ব আলোচনায়। পরবর্তীকালে এই মতবাদ আলোচিত, অনুসৃত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে বহু তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদদের দ্বারা, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ, গ্রামসি এবং ট্রটস্কি প্রমূখ। মিলিব্যান্ড এদেরকে ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনে মার্কসবাদের প্রায়োগিক দি্কগুলির উপর বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন স্তালিন এবং মাও জে-দং। মার্কস এবং এঙ্গেলস- এর বক্তব্যকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে মার্কসবাদের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে এবং এর অন্যতম কারণ হলো রাজনীতি সম্পর্কে কার্ল মার্কসের কোন সুনির্দিষ্ট, সুবিন্যাস্ত তথ্য পাওয়া যায় না। মার্কস সাধারণভাবে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনার পরিবর্তে সমাজ বিকাশের ধরণ, প্রকৃতি এবং মূল সূত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণ করেছেন। রাজনীতি যেহেতু সমাজেরই ব্যবস্থাপনা তাই সমাজ বিশ্লেষণে রাজনীতির প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে। ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনের এই সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন। কার্ল মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন সমাজ বিকাশের প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সমাজ রূপান্তরের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাই রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন শুধুমাত্র বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণের দর্শনমাত্র নয়, সমাজ পরিবর্তনের এক দর্শন।মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মুখ্য বিষয়গুলি হল-

1.**রাজনীতি ক্ষমতা বা প্রাধান্যের সমার্থক**- মার্কস রাজনীতিকে দেখেছেন ক্ষমতা বা প্রাধান্যের সমার্থক হিসেবে। রাজনীতি হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি শ্রেণী গোটা সমাজ জীবনের উপর ক্ষমতা বা প্রাধান্য বজায় রাখে। এই তত্ত্বে ক্ষমতার ধারণাটি যেহেতু শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত সেহেতু শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে রাজনীতির উদ্ভব। মার্কসের মতে আদিম সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমাজ স্বার্থের মধ্যে কোনো সংঘাত ছিল না ।ব্যক্তি কোন গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হত এবং ওই গোষ্ঠীতে তার অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ। ক্ষমতার বিচ্ছিন্নকরণ হয়নি, কিন্তু শ্রমবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং এর ফলে ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সমাজ স্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। প্রয়োজন হয় এই স্বার্থের দ্বন্দ্বের মোকাবিলায় এক বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল এই ক্ষমতারই বাহন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবির সাথে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে এবং শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মালিক শ্রেণীর শোষণযন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। তাই মার্কসবাদীরা মনে করেন, যে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শোষণের যন্ত্র।
2.**মতাদর্শগত ভিত্তি**- মার্কসবাদ মনে করে রাষ্ট্রের কাজ শুধুমাত্র দমনমূলক নয়; এর সঙ্গে এমন এক মতাদর্শের বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাতে শ্রমিকশ্রেণী মনে করে সমাজের তারাও অংশীদার এবং সমাজের উৎপাদিত দ্রব্যের যথাযথ অংশের অধিকারী। রাষ্ট্রের মতাদর্শগত কার্যসম্পাদনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে গ্রামসি ব্যাখ্যা করেছেন।

3.**দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-** এই তত্ত্বকে মার্কসীয় মতবাদের মূল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়।এই ভিত্তির উপরেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলা হয়। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, বস্তু, প্রকৃতি ও সত্তার বাস্তব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই তত্ত্ব মনে করে যে, সব বস্তু বা ঘটনার প্রবাহের বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিরোধের মধ্য দিয়ে উচ্চস্তরের বিকাশ লাভ করা। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই বিকাশের প্রক্রিয়াকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বলা হয়। সুতরাং, কোন বস্তু বা ঘটনাকে বুঝতে গেলে এর প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই তত্ত্ব মনে করে যে, মানব জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান।

4.**উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্ক-** মার্কসবাদীরা মনে করেন, মানুষ যা ভোগ করে তাদের সেটা উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন করতে গিয়ে তারা দৈহিক অথবা মানসিক শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ্য বস্তুতে রুপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত রয়েছে উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি এবং মানুষের শ্রম।
বিষয়গত উৎপাদন করার জন্য মানুষকে সামাজিকভাবে সংগঠিত হতে হয় যা উৎপাদন সম্পর্ক নামে পরিচিত।

5.**শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রাম-** উৎপাদন সম্পর্ক মানুষকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে- একটি হলো মালিক শ্রেণী যারা অন্য উপায়ে উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য শ্রেনী হলো শ্রমিকশ্রেণী যারা উপকরণের মালিকানা ভোগ না করলেও শ্রমশক্তির সাহায্যে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। এই দুই শ্রেণীর অবস্থান পরস্পর বিরোধী যেহেতু স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এর ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের সৃষ্টি হয়। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে।

6.**ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো-** মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে এবং রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াকে উপরিকাঠামো হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন হিসেবে দেখেছে বলে অনেক সমালোচকেরা মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হুবহু প্রতিচ্ছবি হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বতন্ত্রের কথা বলেছেন।  পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেহেতু অপরিকল্পিত এবং প্রতিযোগিতামূলক সেহেতু শ্রেণী প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি বলা যায় যে, রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন শুধুমাত্র বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণের দর্শনমাত্র নয়, সমাজ পরিবর্তনেরও এক দর্শন।